যোগেন চৌধুরী

অনিতা রায়চৌধুরী

যোগেনের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলি যোগেনের ব্যক্তিত্ব একটু অন্যরকম। যোগেনকে উপর থেকে চিনে ফেলা সহজ নয়। কারণ সে খুব দৃঢ় সচেতন।

যে বয়সে মানুষের চরিত্র গঠন হতে থাকে আমাদের বন্ধুত্ব সেই সময় থেকে। সুতরাং আমি ওকে এত কাছ থেকে দেখেছি; অন্য জনে দেখেছে যোগেন চৌধুরী নামে।

যোগেন আমার সহপাঠী— তখন সে ছিল ক্লাসের সবচেয়ে ছোট।

সবসময়ই মাথা নীচু রাখতো কাউকে নিজেকে বুঝতে না দেবার জন্য, এটা কোন লাজুকতা নয়।

তার ছিল সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী মূল ঘটনাটা কি হতে পারে সেই অনুসন্ধানে তার মন সদা সজাগ, তার সঙ্গে তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তি দেখেছি আমি।

অনেক পরে ওর ছবির মধ্যে ব্যঙ্গ ভাব ধরা পড়েছে।

আমি অবাক হয়েছি। মানুষ জনের উপর এত দরদ তবে ব্যঙ্গ কেন? এ মানসিকতার ব্যাপার, এখানে আমার সঙ্গে ওর মতের অমিল। ও ঠকতে রাজী ছিল না। আমরা ঠকতে ভয় পেতুম না, নিজের কাছে নিজে হয়ে উঠার তাগিদ আমাদের বেশী ছিল।

যোগেন চাইতো সবকিছুর মূল্যায়ন, স্থির বিশ্বাস আত্ম প্রতিষ্ঠা, তাই ছবির রেখা এত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, এটা চরিত্রের এক প্রকাশ। যোগেনের চরিত্র এত আন্তরিক ও মমত্ব ভরা মন। যা কিছু দূর্লভ সৌন্দর্য ওকে টানতো, সমভাবে মিথ্যাচার ওর ঘৃণা জাগায়।

পরে যোগেনকে কিভাবে কত ভাবে পরিবর্ত্তিত হতে হয়েছে। তার চলা ফেরার সুবিধার জন্য অভিজ্ঞতা কতটা ঋজু এখন আমার তা আর জানা সম্ভব নয়।

তবু বলি আমি আমাদের কিশোর বয়সে যে ভাবে যোগেনকে দেখেছি তার মধ্যে বড় হয়ে ওঠার সমস্ত গুণে ভরপুর। যোগেন আজ 'যোগেন চৌধুরী' এতো আমাদের গর্বের, এটা তো আমরা চেয়েছিলুম আন্তরিক ভাবে।

সে কোন ফাঁকি দেয়নি। অনবরত সাবধান দেখেছি নিজের মত ছবি করার তাগিদে। ও যত মানুষের কথা তার অন্তরাত্মার কথা ভেবেছে, তা সবগুলি ছবিতে উঠে এসেছে। যোগেনের ছবিতে কোন বানানো ব্যাপার নেই, তার মূলে এক কবি সত্বা সর্বদা কাজ করে গেছে।

সব শেষে সেই কথা মনে করিয়ে দেয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তার শিল্পের স্বকীয়তার মাধ্যমে।

তার জন্য অন্যমানুষজনের মত সপ্রতিভভাব না দেখালেও চলে এবং নিজের মত নিজের কাছে থাকা যায়। যোগেন তার প্রমাণ।